প্রধান শিক্ষকের কলমে

দেখতে দেখতে কামাখ্যা বিদ্যালয়ের বয়স পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে গেল। আমারও এই বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার বয়স ত্রিশ বছর অতিক্রান্ত। চাকুরীতে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে এই বছরের ১লা জানুয়ারী থেকে আমি এই বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধানশিক্ষক। ২০০৯ সনের ৩১ শে ডিসেম্বরের মধ্যেই সোণালী জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু প্রস্তুতিপর্বে বিলম্বের কারণবশতঃ এই অনুষ্ঠান একটু পিছিয়ে গেল। অনুষ্ঠানের দিন নির্ধারণ হয়েছে ১৯, ২০, ও ২১ মার্চ, ২০১০ সনে।

অসমের বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয় গুলির মধ্যে কামাখ্যা বিদ্যালয় একটি উজ্জ্বল নাম। সবচেয়ে গর্বের বিষয় হচ্ছে এই বিদ্যালয়ের মেট্রিক পরীক্ষার ফলাফল। অন্ততঃ বিগত ৩০/৩২ বছর ধরে এই বিদ্যালয়ের মেট্রিক পরীক্ষার পাশের শতকরা হার ৮০ -র নীচে নামেনি। বেশীর ভাগ বছরেই ৯০ শতাংশের উপর পাশ করে আসছে। পাঁচ বার ১০০ শতাংশই পাশ করেছে আমাদের বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা। দুই বছর প্রথম ২০ জনের মধ্যেও স্থান দখল করেছে আমাদের ছাত্র-ছাত্রী। এছাড়া বহু সংখ্যক 'ডিষ্টিংসন', 'স্টার' তথা 'লেটার' মার্কস ও রয়েছে। অংক ও বাংলাতে দু'জন ছাত্র-ছাত্রী বোর্ডের সর্বোচ্চ নম্বর ও পেয়েছিল। 'কর্ম-অভিজ্ঞতায়' ও দু-বছর সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছিল। ফলাফলের এই সব হিসাব পরিসংখ্যানে বিস্তারিতভাবে দেওয়া হয়েছে। সময়ানুবর্ত্তিতা, নিয়মশৃঙ্খলা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের চরিত্রগঠনের দিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয় এই বিদ্যালয়ে। কলা-সংস্কৃতির চর্চা এবং ক্রীড়াক্ষেত্রেও আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা যথেষ্ট কৃতকার্যতার পরিচয় দিয়ে থাকে।

বিদ্যালয়ের সুবর্ণ-জয়ন্তীর এই শুভক্ষণে আমি শ্রদ্ধা অর্পণ করছি সেইসব ব্যক্তিদের যাঁরা একদিন এই বিদ্যালয়টিকে গড়ে তুলতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন; অনেক কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি সকল কৃতি ছাত্র-ছাত্রীকে যারা নিজেদের প্রশংসনীয় ফলাফলের দ্বারা এই বিদ্যালয়ের সুনাম বৃদ্ধি করে গেছে। সবশেষে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা জানাচ্ছি - তিনি যেন এই বিদ্যালয়টিকে আরও উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেন।